ভোরের কাগজ

তারিখ MAR. 9 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

অভিমত

'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির বেহাল অবস্থ

শাহ নূরুজ্জামান

বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার একশত ভাগ উন্নীত করার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীকালে 'সবার জন্য শিক্ষা' (Education for All) কর্মসূচি বাস্তবায়নের সম্পূরক হিসেবে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি' (Food for Education Programme) চালু করা হয়।

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির (FEP) সপক্ষে প্রচার, প্রচারণা, সেমিনার ইত্যাদি কম হয়নি। বিদেশী সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে সবার জন্য সম্প্রসারণ ও কার্যকর করে ২০০০ সালের মধ্যে সফল করার লক্ষ্যেই 'ফেপ' (FEP) চালু করা হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল এবং পরিকল্পনাবিদরাও ধারণা করেছিলেন যে, খাদ্যের লোভে গ্রামের দরিদ্র অভিভাবকরা তাদের ছেলে মেয়েদের নিয়মিত স্কুলে পাঠাবেন। অর্থাৎ দরিদ্র অভিভাকদের স্কুল বয়সী ছেলেমেয়েরা যে অর্থোপার্জন করতো তা পুষিয়ে নিতে বিকল্প ব্যবস্থাস্বরূপ এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এতে করে দরিদ্র অভিভাবকরা নিজেরা শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহিত হবে, ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ যোগাবে এবং রাষ্ট্র পাবে একটি সভ্য-শিক্ষিত সমাজ— এই ছিল এর প্রধান কারণ। কিন্তু এর কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব দেখা দিলেও সামগ্রিক বিবেচনায় ফল হয়েছে ভিন্ন। খাতাপত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন নতুন বেসরকারি স্কুল চালু হয়েছে। বাস্তবে স্কুলে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির সংখ্যা সে তুলনায় অনেক কম। যারা স্কুলে আসে, তারাও আসলে নিয়মিত নয় এবং পড়াশুনায়ও মনোযোগী নয়। শুধুমাত্র গম উত্তোলনের আশায় মাঝে মধ্যে স্কুলে আসে। এতে সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। এই কর্মসূচি বিগত কয়েক বছরের সফলতা, বাস্তবতা, বা পর্যবেক্ষণের আলোকে এখানে একটি মূল্যায়ন তুলে ধরা হলো।

'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি' (FEP) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই কতোগুলো সাধারণ সমস্যার সৃষ্টি হয়। সংক্ষেপে এই সমস্যাগুলোকে বিন্যাস করলে দাঁড়ায় যেমন— (১) শিক্ষকদের পাঠদান ফেলে গমের কাজে বেশি সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। (২) ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির পিছনে ধরনা দিতে হচ্ছে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে। (৩) ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদটির জন্য তুমুল প্রতিযোগিতা, এমনকি সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে। (৪) এই সৃষ্ট সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে শিক্ষকদের অহেতুক জড়ানো হচ্ছে। (৫) বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের যেহেতু বেতন কম, সেক্ষেত্রে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি' একটি বাড়তি সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে যেন 'ঘি-এর স্বাদ তেলে মেটানোর মতো'। (৬) অস্তিত্ব আছে বা অস্তিত্ব নেই এ রকম বেসরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে গম আত্মসাতের মধ্য দিয়ে একটা দুর্নীতির চক্র গড়ে উঠেছে। (৭) এ ব্যবস্থার কারণে শিক্ষক এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুকৌশলে দুর্নীতি কবলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। (৮) গণশিক্ষা ও সার্বিক সাক্ষরতার নামে এই কর্মসূচি বিষফোঁড়ার মতো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলছে। উল্লিখিত সমস্যাবলী সামাজিক সম্পর্কের অবনতি এবং সামাজিক শক্তির বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাই কলুষিত হতে যাচ্ছে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি'র বদৌলতে।

'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি' (FEP) বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শিক্ষকদের কয়েক পর্যায়ে বিপাকে পড়তে হয় বা বলা যায় বিভিন্ন পর্যায়ে এই সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়।

প্রথমত : সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীদের তালিকা তৈরির সময় অভিভাবকদের পক্ষ থেকে চাপ আসে যা সামাজিক চাপেরই নামান্তর। 'ফেপ' কর্মসূচির ম্যানুয়েলে বলা আছে যে, মোট ছাত্রছাত্রীর ৪০% গমের সুবিধা পাবে এবং এই সুবিধাভোগী ৪০% ছাত্রছাত্রীর শ্রেণীভিত্তিক তালিকা তৈরি করতে হবে। ৫০ শতাংশ পর্যন্ত জমির মালিক এমন অভিভাবকদের ছেলেমেয়েরাই গমের সুবিধা পাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, স্কুলে ছাত্রছাত্রীর ৪০% এর বেশি অভিভাবক আছেন যাদের প্রত্যেকেরই জমি ৫০ শতাংশের নিচে। এ ক্ষেত্রে কিভাবে শিক্ষকরা অভিভাবকদের জমির মালিকানার ভিত্তিতে সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীদের তালিকা তৈরি করবেন? এই ক্যাটাগরিতে যে সকল অভিভাবকের ছেলেমেয়ের নাম তালিকায় থাকে না তারা স্কুলে গিয়ে কিংবা প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে এসে চাপ সৃষ্টি করে। অনেক সময় উত্তেজিত হয়ে শিক্ষকদের অশালীন ভাষা ব্যবহার করে— এমন কি হুমকি পর্যন্ত গড়ায়।

**গম বিতরণের কাজটা শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ রকম একটা কর্মসূ
শিক্ষকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বা শিক্ষকদের জড়িয়ে দেওয়া পরিকল্পনাবিদ,
শিক্ষাবিদ বা সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের মোটেই সমীচীন হয়নি।**

দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে সভাপতি সৃষ্ট সমস্যা বা সভাপতির ভূমিকা নিয়ে। 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি' (FEP) চালুর পর থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা। গ্রুপিং, প্রেসার, দ্বন্দ্ব, এমন কি মারামারি পর্যন্ত ঘটেছে এবং ঘটছে। আদালতে অসংখ্য মামলা ঝুলে আছে সভাপতি নির্বাচন নিয়ে। এতোদিন পর্যন্ত সভাপতির পদটি ছিল অবৈতনিক, সম্মানিত ও দায়িত্বশীল। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'ফেপ' (FEP) যুক্ত বা চালু হওয়ার পর থেকে এই পদটি হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক, প্রতিযোগিতামূলক। এই সংঘর্ষ থেকে শিক্ষকরাও মুক্ত থাকতে পারছেন না। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হচ্ছেন। কারণ একটাই, এই ব্যয় সুদে-আসলে উঠে আসবে গম বিতরণের মধ্য দিয়ে। প্রতিমাসে বাড়তি গম, টন প্রতি গমের পরিবহন ও যাতায়াত খরচ, কাগজ কলম ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহারের জন্য দেয় কন্টিজেন্সি (Contingency), গম বিতরণের পর পরিত্যক্ত চটের বস্তা বিক্রির টাকা, তদুপরি কারচুপি করে কিছু টাকা হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে। কথায় বলে গম হচ্ছে আমাদের সমাজে যম, আর এই যমদূতই ভর করছে শিক্ষাঙ্গন এবং শিক্ষকদের উপর।

তৃতীয় পর্যায়ের সমস্যাটি হলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিয়ম মাফিক শিক্ষকদের তৈরি তালিকা (সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীদের) সভাপতি সাহেবরা মানতে চান না, বরং কমিটির অন্যান্য সদস্যকে প্রভাবিত করেন এই তালিকা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধনের জন্য। মোদ্দা কথা, সভাপতি সাহেবের দাবি হচ্ছে তালিকায় বাড়তি কিছু নাম সংযোজন করে সুবিধা দিতে হবে, গ্রামের লোকদের গম দিয়ে খুশি করতে হবে। সভাপতিকে হাতে রয়েছে বেশ কয়টি ক্ষমতা। শিক্ষকদের মাসিক বেতন বিলে সভাপতির স্বাক্ষর করতে হয়, গমের চাহিদাপত্রে সভাপতির যৌথ স্বাক্ষর থাকতে হয়, গম

বিতরণের পর বিতরণপত্রে সভাপতির স্ব
ইত্যাদি ছাড়াও স্কুলের উন্নয়ন সমস্যা, পরি
সমস্যা, সামাজিক সমস্যা— এ সকল
সভাপতির মুখ্য ভূমিকা বা ক্ষমতা তো আ
স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ যদি বদলি হয়ে অন্য
থেকে আসেন, তাহলে তো সভাপতির দাপ
ক্ষমতা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। একটু হেরফের
বদলির হুমকি, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শিক্ষা অ
অভিযোগ ইত্যাদির কমতি নেই।

চতুর্থ পর্যায়ে আসে সুবিধা
ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে উপস্থিতি সমস্যা। '
কর্মসূচির গাইড লাইনে উল্লেখ আছে যে,
সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীদের ৮৫% কর্ম
স্কুলে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। বাস্তবে
যাচ্ছে যে, গরিব অভিভাবকরা গমের
তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করানো
নিয়মিত স্কুলে আসা তো দূরের কথা, মাসে
মাস এরা স্কুলে আসে না। পূর্বের মতোই ব
মার সঙ্গে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থা
গমটা হচ্ছে একটি বাড়তি আয়। এ
সরকারের দেওয়া রিলিফ হিসেবে তারা
করছে। তাই স্কুলের উপস্থিতির হার কাগ
কলমে ৮৫% দেখানো হয়ে থাকে, কিন্তু
চিত্রটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শিক্ষকদের চ
মুখে বাধ্য হয়ে ৮৫% উপস্থিতি দেখি
প্রাপ্তির সুযোগ করে দিতে হয়। তাতে
কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিক্ষকদের রেহাই
প্রক্রিয়াগত কারণে তাদের বিপদ আরো
যায়। যদি কোনোদিন অতর্কিত শিক্ষা
থেকে কোনো কর্মকর্তা বা অন্য
প্রশাসনিক কর্মকর্তা স্কুল পরিদর্শনে অ
তাহলে হাজিরা খাতার সঙ্গে উপস্থিত ছাত্র
কোনো মিল পান না। যাচাই করলে দেখ
ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান অত্যন্ত নিম্ন প
ফলে শিক্ষকরা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের
অপমানিত হন। আর এ সকল কারণে
সময় নিরীহ শিক্ষকদের বদলিসহ চা
ক্ষয়ক্ষতি বরণ করে নিতে হয়। বিশে
প্রধান শিক্ষকের অবস্থা যেন শাঁখের ক
একদিকে তার উপর অভিভাবক ও সভ
চাপ, অন্য দিকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের
জবাবদিহিতা।

শেষ পর্যায়ে সমস্যাটি সৃষ্টি হ
বিতরণের ক্ষেত্রে। প্রতি ছাত্রছাত্রীর
বরাদ্দকৃত মাসিক ১৫ কেজি গমের কম
করলে (বিতরণের ক্ষেত্রে ঘাটতির অ
দেখিয়ে) অভিভাবকরা সম্মিলিতভাবে
শিক্ষককে চাপ প্রয়োগ করেন বিতর
প্রতিস্বাক্ষর না করার জন্য। আবার সভাপ
বিতরণের কথা স্কুলের আঙিনায় প্রধান শি
উপস্থিতিতে। কিন্তু সভাপতি সাহেব খাদ
থেকে গম উত্তোলন করে সেখানেই বিতর
থাকেন। এ সব নানাবিধ কারণে শিক্ষার বি
খাদ্য কর্মসূচির পুরো ব্যবস্থাপনাটাই

সড়কযাত্রা

সদ্য প্রকাশিত জীবনী
স্টোরি'-র বিক্রি বাড়াতে মনি
গতকাল সোমবার লন্ড
'হ্যারড্স ডিপার্টমেন্ট
দুসপ্তাহের সড়কযাত্রায়
মনিকা এ উদ্দেশ্যে গত রে
পৌঁছান। এপি, রয়টার।

লন্ডনের বড়ো বড়ো বই
বসবেন মনিকা। ক্রেতারা বই
অটোগ্রাফ দেবেন। শহ
দোকান ভ্রমণশেষে বেরি
ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল থেকে
এডিনবরা পর্যন্ত নানান শহ
দোকানের উদ্দেশে। যাবেন
শহরগুলোতেও।

ভা
বাণিজ

প্রদর্শিত বিষ
- কৃষি-যন্ত্র
- পরিবহন
- পরামর্শ
- তথ্য-প্রযু
- প্রকৌশল-

প্রতিদিন সন্ধ্যা
০৯ মার্চ '৯৯
১০ মার্চ '৯৯
১১ মার্চ '৯৯
১২ মার্চ '৯৯
১৩ মার্চ '৯৯
১৪ মার্চ '৯৯
১৫ মার্চ '৯৯
১৬ মার্চ '৯৯

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের

আয়োজক:
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ